গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা ভূমি অফিস
মণিরামপুর, যশোর।
www.acl.manirampur.jessore.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-৩১.৪৪.৪১০০.০৬১.০৪.০০২.২৬.১০ তারিখঃ ০৪/০১/২০২৬ খ্রিঃ

"১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছরের জন্য ২০ একর পর্যন্ত জলমহাল ইজারা প্রদানের বিজ্ঞপ্তি"

ভূমি মন্ত্রণালয়ের, সায়রাত-১ অধিশাখার ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-২).৪৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধারণ আবেদনে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মণিরামপুর উপজেলার ২০ (বিশ) একরের নিম্নে আয়তন বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত বদ্ধ জলমহাল বাংলা ১৪৩৩-১৪৩৫ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছরের জন্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির ০১/০১/২০২৬ খি. তারিখের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা প্রদান করা হবে। সাধারণ আবেদনের আওতায় ইজারা লাভের জন্য কোন আগ্রহী সমিতিকে নিম্নোক্ত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদন ফরমে আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ সরাসরি jm.lams.gov.bd এই ওবেসাইটে ০১ মাঘ থেকে ১৫ মাঘের (ইংরেজি ১৫ জানুয়ারি হতে ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত) মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। ১৮ মাঘ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়, মণিরামপুর, যশোর এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), মণিরামপুর, যশোর এর কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। বিস্তারিত তথ্যাদি jm.lams.gov.bd হতে জানা যাবে। জলমহালের তথ্যসমূহঃ

ক্রঃ নং	ইউনিয়নের নাম	জলমহালের নাম	জলমহালের আয়তন	বার্ষিক ইজারা মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
০১	কাশিমনগর	লেবুগাতী পুকুর	৫.২৪ একর (কম/বেশী)	৮৫,০৫০/-	বিজ্ঞ আদালতে কোন চলমান মামলায় কোন আদেশ থাকলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
০২	খেদাপাড়া	হেলাঞ্চী পুকুর	০.১৯ একর (কম/বেশী)	১,১৩৫/-	

শর্তাবলী

১। আবেদনের সাথে প্রকল্পের সাথে সাধারণ আবেদনের বিস্তারিত দাখিল করতে হবে।
২। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।
৩। নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি দাখিল করতে হবে।
৪। আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্যই প্রকৃত মৎস্যজীবী এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
৫। প্রকৃত মৎস্যজীবী, মাছ চাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।
৬। সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা, সে সংক্রান্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।
৭। যে কোন আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি জলমহাল ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবেন।
৮। অনলাইনে আবেদন নির্দেশিকা jm.lams.gov.bd/manual/pdf এবং ভিডিও নির্দেশিকায় jm.lams.gov.bd/manual/video এই ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।
৯। আবেদন ফরমের সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মণিরামপুর বরাবর উদ্ধৃত মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার আকারে জামানত হিসেবে দাখিল করতে হবে এবং বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য, নতুন নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না। জামানতের টাকা ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

CamScanner

১০। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির বৈধতা সম্পর্কে জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তার নিকট হতে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ পূর্বক দাখিল করতে হবে।

১১। জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ইজারা দরপত্র দাতাকে সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ইজারার অর্থ নির্ধারিত কোডে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে সমুদয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র বাতিল ও জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। কোন অবস্থাতেই ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১২। ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইজারাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩। ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং কেবল ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পরেই সংশ্লিষ্ট জলমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

১৪। ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছর আদায় করা হবে।

১৫। ইজারাদার কোন অবস্থাতেই মহাল বা মহালের কোন অংশ বিশেষ সাবলীজ প্রদান করতে পারবেন না এবং জলমহাল যেখানে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থার আবেদন ফরমে উল্লেখপূর্বক ইজারা গ্রহণ করতে হবে। আবেদন ফরম দাখিলের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট জলমহাল সম্পর্কে সরেজমিনে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে দেখে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। পরে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না, কিংবা জলমহালে বর্তমান আয়তন এবং দখল নামায় উল্লিখিত আয়তনের মধ্যে হেরফের হলেও কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

১৬। কোন ঘষা মাজা বা কাটাকাটি বা ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৭। জলমহালের ইজারা বাংলা সনের যে কোন সময়ে চূড়ান্ত হলেও তার মেয়াদ ঐ সনের ০১ (এক) বৈশাখ হতে কার্যকর হবে এবং ৩০ (ত্রিশ) চৈত্র পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, পরবর্তী ০১ (এক) বৈশাখ থেকে নতুন বছরের কার্যক্রম শুরু হবে। ইজারাদার পূর্বের সময়ের খাস আদায়ের অর্থ দাবী করতে পারবেন না।

১৮। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন-কে একটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১৯। যদি ইজারা গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই বৎসরের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তবে তার জন্য কোন অজুহাত বিবেচনা করা হবে না এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কর্তৃপক্ষ নতুন করে সংশ্লিষ্ট জলমহাল ইজারা প্রদান করতে পারবেন।

২০। ইজারাদার সমিতিকে সরকারে নির্দেশনা মোতাবেক উদ্বৃত্ত দরের উপর ১৫% হারে ভ্যাট এবং ৫% হারে আয়কর প্রদান করতে হবে।

২১। জলমহালের ইজারা গ্রহীতা "মা" মাছ শিকার করতে পারবেন না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা হবে।

২২। ইজারাকৃত জলমহালটি কোন অবস্থাতেই সাবলিজ দেয়া যাবে না, সাবলিজ দেয়া হলে জলমহালের ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

২৩। মামলাভুক্ত জলমহালগুলো যে পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থার আদেশ প্রত্যাহার বা মামলা নিষ্পত্তি হবে সে পর্যায়ে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২৪। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবেনা এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন প্রকার সময় মঞ্জুর করা হবে না।

২৫। কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা এবং বাস্তবতার আলোকে প্রয়োজনে বিদ্যমান জলমহালের তফসিল হ্রাস/বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৬। এ ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা/অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হবে এবং বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়াও উক্ত নীতির যে সকল ধারা/অনুচ্ছেদ যেখানে বা যথার্থ বলে বিবেচিত হবে তা প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ আইন, বিধি (যদি থাকে) তা প্রযোজ্য হবে।

০৪/০২/২০২৬

(মো. সম্রাট হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
মণিরামপুর, যশোর

CamScanner

স্মারক সংখ্যা-৩১.৪৪.৪১০০.০৬১.০৪.০০২.২৬.১০ তারিখঃ ০৪/০১/২০২৬ খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১. জেলা প্রশাসক, যশোর।
০২. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), যশোর।
০৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মণিরামপুর, যশোর।
০৪. উপজেলা ..... অফিসার, মণিরামপুর, যশোর।
০৫. চেয়ারম্যান (সকল).....ইউনিয়ন পরিষদ, মণিরামপুর, যশোর।
০৬. জনাব.....সদস্য উপজেলা জলমহাল কমিটি, মণিরামপুর, যশোর।
০৭. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, (সকল), মণিরামপুর, যশোর।
০৮. অফিস কপি।

০৪.০১.২৬

মাহির দায়ান আমিন
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য-সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
মণিরামপুর, যশোর

CamScanner